মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) বাস্তবায়নে করণীয়

হোসেন আলী খোন্দকার, এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, আমিনুল ইসলাম সুজন, ডাঃ মো. ফরহাদুর রেজা

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল,
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

তামাক নিয়ন্ত্রণ কেন জরুরি

তামাকের ধোঁয়ায় ৭০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক রয়েছে, যা শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করে;

- এদের মধ্যে প্রায় ৭০টি মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করে (সূত্র: ইউএস সার্জন জেনারেল রিপোর্ট ২০১০)

তামাক প্রাণঘাতী নেশাদ্রব্য ও মাদক সেবনের প্রবেশ পথ। তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সেবন-প্রতিটি ধাপে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতির ক্ষতি করে।

- তামাক শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করে;
- তামাক সেবন/ধূমপানের কারণে বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ (সিওপিডি, এজমা), ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগ হয়ে থাকে;
- ৯০ ভাগ ফুসফুস ক্যান্সারের জন্য দায়ী ধূমপান;
- পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাবে অধূমপায়ীর হৃদরোগ, ষ্ট্রোক, ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। এক্ষেত্রে শিশু ও নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- তামাক সেবনের কারণে পৃথিবীতে প্রায় ৮০ লক্ষাধিক মানুষ প্রতিবছর মারা যায় (WHO 2020)। তন্মধ্যে পরোক্ষ ধূমপানে ১২ লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়
- গর্ভাবস্থায় তামাক সেবন বা পরোক্ষ ধূমপান গর্ভের সন্তান ও গর্ভবতী নারী উভয়ের ক্ষতি করে। অপরিণত বা কম ওজনের শিশু জন্মদানের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক পদক্ষেপ

- ১৯৮৭ : প্রতিবছর বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- ২০০৩: ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি **ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)** চূড়ান্ত হয়;
  - ২০০৫ (২৭ ফেব্রু.): চুক্তি কার্যকর হয়, ১৮২ রাষ্ট্র চুক্তিতে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করে।
- ২০১১: UN NCD Summit-এ তামাক নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার প্রদান;
- ২০১৩: অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৯টি লক্ষ্যমাত্রায় ২০২৫ সালের মধ্যে ২৫% তামাকের ব্যবহার কমানো লক্ষ্য নির্ধারণ;
- ২০১৫: **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)** গ্রহণ;
  - স্বাস্থ্য বিষয়ক ৩ নং উদ্দেশ্যের অধীনে **এফসিটিসির বাস্তবায়ন (3a)** ও **অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (3.4);**

বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও পরোক্ষ ধূমপান

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ অনুযায়ী ১৫ বছর থেকে তদুর্ধ্বদের মধ্যে তামাক সেবনের হার ৩৫.৩% (৩ কোটি ৭৮ লাখ)

- পুরুষ ৪৬% ও নারী ২৫.২%

- ধূমপায়ীর হার ১৮% (১ কোটি ৯২ লাখ)
  - পুরুষ ৩৬.২% ও নারী ০.৮%
- ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার ২০.৬% (২ কোটি ২০ লাখ)
  - পুরুষ ১৬.২% ও নারী ২৪.৮%
- ৩৯% বা ৪ কোটি ৮ লাখ অধূমপায়ী পাবলিক প্লেসে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের ভয়াবহতা

- বর্তমানে ত্রিশ বা তদুর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে ৭০ লাখের অধিক তামাক সেবনজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে ১৫ লক্ষাধিক বা ২২% মানুষ তামাকজনিত হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুস ক্যান্সার, স্বরযন্ত্র ও মুখগহ্বরের ক্যান্সার, শ্বাসযন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ্যতা (সিওপিডি, এজমা) ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত। তাদের চিকিৎসা ব্যয় তামাক খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের চাইতে বেশি। ১৫ বছরের কমবয়সী শিশুর মধ্যে ৪ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি শিশু তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত, যার মধ্যে ৬১ হাজারের অধিক শিশু বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার (বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ২০১৮)।
- তামাকজনিত রোগে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায় (দি টোব্যাকো এটলাস ২০১৮)
- বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মোট মৃত্যুর ২৫.৫৪% ও নারীদের মোটমৃত্যুর ৯.৭% এর জন্য দায়ী তামাক (দি টোব্যাকো এটলাস ২০১৮) - যা উন্নয়নশীল যে কোন দেশে তামাকজনিত গড় মৃত্যুর চাইতে বেশি।

বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ

১৯৮৮: তামাকের মোড়কে লিখিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন (সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর) ও সরকারি গণমাধ্যমে তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ

২০০৩- ২০০৪: এফসিটিসি চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন

২০০৫: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস

– ২০০৬ সালে আইনের বিধি জারি

২০০৭: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে **জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন**, (বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন)

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি গঠন;

২০১০: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তামাক চাষে ঋণ/আর্থিক সহায়তা বন্ধ;

২০১১: জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে রোগ প্রতিরোধকে গুরুত্ব প্রদান করা;

২০১৩: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের সংশোধনী পাস;

২০১৪-১৫: তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্যের উপর ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ;

২০১৫: সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা জারি;

২০১৬: এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভূক্তকরণ

- **১৯ মার্চ থেকে সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ৫০% স্থানজুড়ে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন:

"আমরা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে চাই। এই ঈপ্সিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করছি, সেগুলো হচ্ছে:

• প্রথম পদক্ষেপে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবহার করে একটি তহবিল গঠন করা, যা দিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

• দ্বিতীয় ধাপে, তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিব। এর উদ্দেশ্য হবে, দেশে তামাকজাত পণ্যের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস এবং একই সাথে এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করা।

• সর্বোপরি **আমার সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য সব ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।...**"

"আমরা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে চাই"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

(৩১ জানু., ২০১৬, সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিটের সমাপনী অধিবেশনে), আয়োজক: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন

বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ

২০১৬: মেডিকেলে ভর্তির জন্য অধূমপায়ী হওয়ার শর্ত আরোপ;

২০১৭: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাতীয় সংসদের ‘সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি’র তাগিদ;

- মন্ত্রিসভায় **স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭** অনুমোদন ও গেজেট প্রকাশ;

২০১৮-১৯: সরকার কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণে রাজস্ব বরাদ্দে কর্মসূচির প্রচলন,

২০১৮: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান তামাকমুক্তকরণ নির্দেশিকা অনুমোদন;

২০১৯: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পযটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুমোদন,

২০২০: স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কাযক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুমোদন

২০২১: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র অনুমোদন

২০১৩ সালের সংশোধিত **ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালা ২০১৫:** গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

পূর্ণাঙ্গ আইন, বিধিমালা, গাইডলাইন, কৌশলপত্র ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্দেশনা এ বইয়ে পাওয়া যাবে। বইটি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল – এনটিসিসি’র ওয়েবসাইটে রয়েছে

(https://ntcc.gov.bd/ntcc/uploads/editor/files/Tobacco%20Control%20Law,%20Rules%20&%20Regulation.pdf)

কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংজ্ঞা (আইনের ধারা ২ক)

“কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা” অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা তাঁহার সমমানের বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এবং এতদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য কোন আইনের অধীন, বা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বা সকল কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(বিধিমালা ২০১৫, ৩নং বিধি): আইনের ধারা ২ এর দফা (ক) এ বর্ণিত “কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা” অর্থে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:-

(ক) জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা;

(খ) সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কমকর্তা;

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা;

(ঘ) সাব-ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন পুলিশ কর্মকর্তা;

(ঙ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত স্যানিটারি ইনস্পেক্টর;

(ছ) অগ্নি নির্বাপন বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(জ) কারখানা পরিদর্শক।

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের সংজ্ঞা (ধারা ২ খ ও ২ গ)

তামাক অর্থ নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেণিভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদসম্পর্কিত অন্য কোন উদ্ভিদ বা উহাদের কোন পাতা বা ফসল, শিকর, ডাল বা উহার কোন অংশ বা অংশ বিশেষ; (ধারা ২ খ)

তামাকজাত দ্রব্য অর্থ **তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হইতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য**, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (ধারা ২ গ)

বিড়ি,

সিগারেট

জর্দা,

সাদাপাতা,

গুল,

পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন-এর সংজ্ঞা [ধারা ২চ ও ছ]

“পাবলিক প্লেস” অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;”

“পাবলিক পরিবহণ” অর্থ মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান;

পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ (ধারা-৪)

(১) কোন ব্যক্তি পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করতে পারবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘণ করিলে তিনি অনধিক তিনশত টাকা অর্থদন্ড দন্ডণীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডণীয় হইবেন।

১০০% ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন (বিধি-৪)

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; (খ) গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে; (গ) হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন; (ঘ) প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে; (ঙ) প্রদর্শনী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে; (চ) থিয়েটার হলের অভ্যন্তরে; (ছ) চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ এক কক্ষ বিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট; (জ) শিশুপার্ক; (ঝ) খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান; (ঞ) এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরবিহন

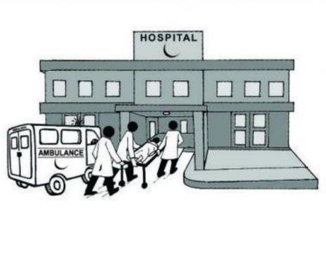

হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন
(Hospital & Clinic Building)

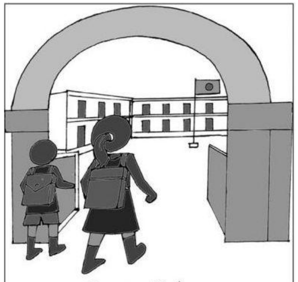
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
(Educational Institution)

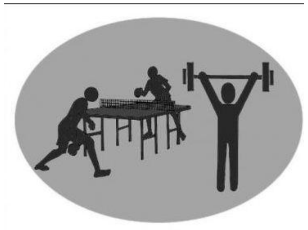
খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান
(Covered Places for Sports and Exercise)

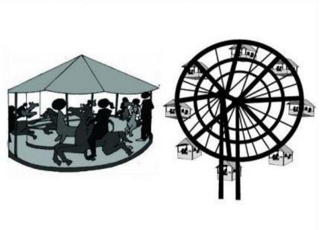
শিশু পার্ক
(Children Park)

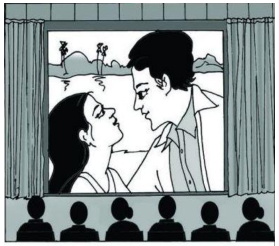
সিনেমা হল
(Cinema Hall)

ধারা-৫: তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান। - (১) কোন ব্যক্তি

ক) প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ড বা অন্য কোনভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

খ) তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, উহার কোন নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান/প্রদানের প্রস্তাব করিবেন না/ করাইবেন না;

গ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করিবেন না বা করাইবেন না;

ঘ) কোন প্রেক্ষাগৃহ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়/ওয়েবপেজে তামাক/ তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না/ করাইবেন না;

ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রামান্যচিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না**;

চ) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না;

ছ) তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না

ধারা-৫: তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান।

ব্যাখ্যা: “**তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার**” অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর কোন কিছুই তামাক বিরোধী স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অংশ হিসাবে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে বা উক্ত কর্মকান্ড বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করিবেন না বা করাইবে না।

(৪) কোন ব্যক্তি **এই ধারার বিধান লঙ্ঘণ করিলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবে** এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডণীয় হইবেন।

আইন লঙ্ঘণ করে প্রচারিত তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন

আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের বিক্রয়কেন্দ্রে (পয়েন্ট অব সেল) প্রচারণা

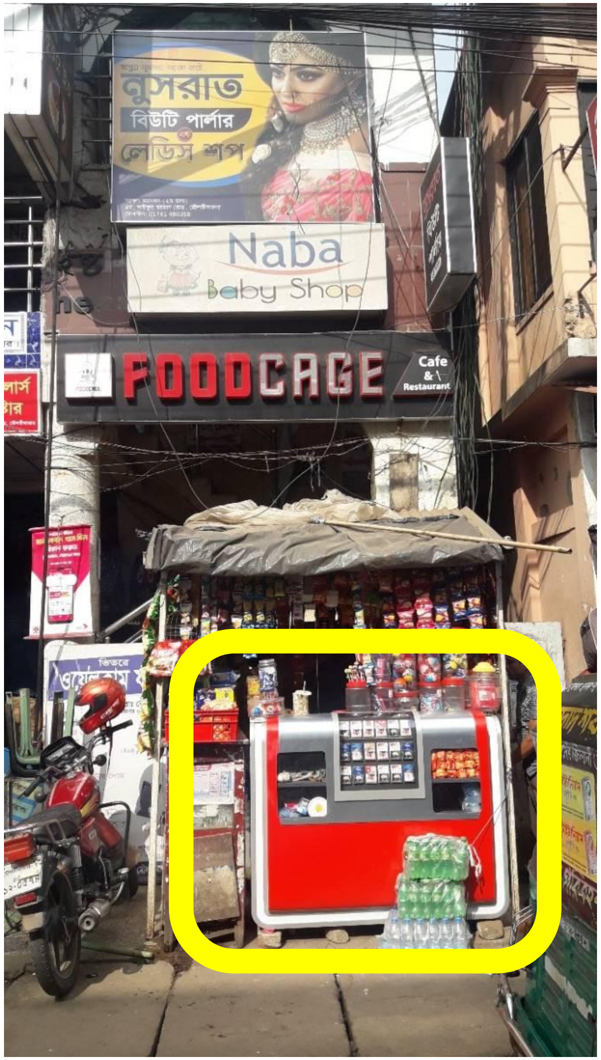

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ (ধারা ৬-ক)

(১) কোন ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন/বিতরন কাজে নিয়োজিত করিবেন না/ করাইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।”

সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন (ধারা ৮)

১)ধারা ৭ এর অধীন ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত নোটিশ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক একহাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন (বিধি-৮)

(ক) পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের প্রবেশপথে এবং অভ্যন্তরে এক বা একাধিক দৃশ্যমান স্থানে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের সাইজ অন্যূন ৪০ সে.মি.×২০ সে.মি.

(গ) সতর্কতামূলক নোটিশ সাদা জমিনে লাল অক্ষরে অথবা লাল জমিনে সাদা অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইনসহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) সতর্কতামূলক নোটিশের নমুণা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল-এর ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন (বিধি-৮)

কোন ব্যক্তি এই বিধান লংঘন করলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন

কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা (ধারা ৯)

(১) এই আইনের বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে কোন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহন থেকে বহিস্কার করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি যদি কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন বা বিক্রয় করার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত তামাকজাত দ্রব্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন কার্যক্রম গৃহিত হইলে তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহনের ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মূদ্রণ, ইত্যাদি (ধারা-১০)

(১) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্শ্বদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমান স্থান জুড়িয়া তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে, রঙ্গিন ছবি ও লেখা সম্বলিত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধাতির পদ্ধতিতে, বাংলায় মূদ্রণ করিতে হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে, যথা:

(ক) ধূমপানে ব্যবহৃত তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে:

(অ) ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়;

(আ) ধূমপানে কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়;

(ই) ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়;

(ঈ) ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হয়;

(উ) পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

(ঊ) ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

বিধি ৯খ

“পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়” সম্বলিত সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে

তামাকজাত দ্রব্যের সচিত্র স্বাস্থ্যসতর্কবাণীর নমুনা (ধারা ১০.২.ক)

ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়

ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়

ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়

ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হয়

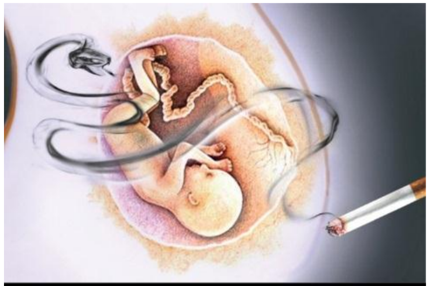
পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর নমুনা (বিধি ৯.১.খ)

পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়

ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর নমুনা

(ধারা ১০.২.খ)

তামাকজাত দ্রব্য সেবনে মুখে ও গলায় ক্যান্সার হয়

তামাকজাত দ্রব্য সেবনে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, ইত্যাদি (ধারা-১০)

(৩) বাংলাদেশে বিক্রিত তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় "শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে একটি বিবৃতি মুদ্রিত না থাকিলে বাংলাদেশে কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কার্টন, কৌটা বা মোড়কে ব্যান্ড এলিমেন্ট (যেমন: লাইট, মাইল্ড, লো-টার, এক্সট্রা, আল্ট্রা শব্দ) ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, ইত্যাদি (বিধি-৯)

(১) আইনের ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে; যথা:

(ক) সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত রঙ্গিণ ছবি ও লেখার আকার, রং, অনুপাত ইত্যাদি সম্বলিত সতর্কবাণী অবিকল মুদ্রণ করিতে হইবে

(খ) "পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" সম্বলিত সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে

(গ) সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত ইলেকট্রনিক ফাইল সরকারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(ঘ) সচিত্র সতর্কবাণীতে ছবি ও লেখার অনুপাত হইবে ৬:১ এবং লেখাটি কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে হইতে হইবে

(ঙ) উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে উল্লেখিত সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ ক্রমানুসারে তিন মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করিতে হইবে;

(৪) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে বিবৃতিটি সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও মোড়কের পার্শ্বদেশে মুদ্রণ করিতে হইবে...

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন: সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

ধারা	বিষয়	ভঙ্গকারী	জরিমানা
৪	পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান	ব্যক্তি	৩০০ টাকা; পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ
৫	বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ	তামাক কোম্পানি, দোকানদার/ ব্যবসায়ী	৩ মাসের জেল ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা
৬	অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন নিষিদ্ধ	তামাক কোম্পানি ও ব্যবসায়ী	৩ মাসের জেল ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা
৬ক	অপ্রাপ্তবয়স্কদের তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ	তামাক কোম্পানি, দোকানদার, ব্যবসায়ী	৫০০০ টাকা
৭	ধূমপানের এলাকা	প্রতিষ্ঠানের মালিক/ কর্তৃপক্ষ	৫০০ টাকা
৮	নো-স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন		১০০০ টাকা
১০	সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী	তামাক কোম্পানি, দোকানদার, ব্যবসায়ী	৬ মাসের জেল ও ২ লক্ষ টাকা জরিমানা

"ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভাগীয় টাস্কফোর্স কমিটি"

১.	বিভাগীয় কমিশনার	সভাপতি
২.	ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল – ডিআইজি, বিভাগীয় রেঞ্জ	সদস্য
৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন (সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহর)	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়	সদস্য
৫.	পরিচালক – স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়	সদস্য
৬.	পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য
৭.	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	উপ-মহাপরিচালক, বিভাগীয় রেঞ্জ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	সদস্য
৯.	উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস	সদস্য
১০.	পরিচালক, আঞ্চলিক/বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
১১.	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য
১২.	অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	সদস্য
১৩.	উপ-পরিচালক, বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৪.	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫.	উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	সদস্য
১৬.	উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য
১৭.	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি	সদস্য
১৮.	বিভাগীয় শহরের উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
১৯.	বিভাগীয় শহরের উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
২০.	বিভাগীয় শহরের জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
২১.	বিভাগীয় শহরের জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা	সদস্য
২২.	বিভাগীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়	সদস্য
২৩.	বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
২৪.	বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি	সদস্য
২৫.	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল-এর প্রতিনিধি	সদস্য
২৬.	প্রেসক্লাব-এর বিভাগীয় প্রতিনিধি/সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
২৭.	তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনের প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৮.	সভাপতি/প্রতিনিধি, চেম্বার অব কমার্স	সদস্য
২৯.	বিভাগীয় পরিচালক – স্বাস্থ্য	সদস্য সচিব

বিভাগীয় টাস্কফোর্স কমিটির কার্যক্রম:

- বিভাগীয় পর্যায়ে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০5 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
- টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের নিজস্ব ও আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান ধূমপানমুক্ত করা। এ লক্ষ্যে টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও তাঁদের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ /বহির্গমন পথ ও অন্যান্য দৃশ্যমান স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন।
- বিভাগীয় পর্যায়ে জনসাধারণকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বিভাগীয় পর্যায়ে টাস্কফোর্স সদস্যগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন মনিটরিং করা এবং টাস্কফোর্সের সভাপতি,সদস্য সচিব এর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।
- টাস্কফোর্স সভায় মনিটরিং প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অগ্রগতি আলোচনাকরণ। বিশেষ করে, মোবাইল কোর্টে কার্যকরতা বৃদ্ধিকল্পে উপযুক্ত কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা- উপজেলায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী ভূমিকা পালন।
- প্রতি ৩ মাসে অন্তত ১টি জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজন নিশ্চিত করা। এ সভায় আবশ্যিকভাবে আইন বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এছাড়া সভার পূর্বের ৩ মাসের উদ্যোগ ও পরবর্তী ৩ মাসের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা।
- বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পার্সন (অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার) জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন, বিভাগীয় কমিশনারের পক্ষে বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করবেন এবং এ সংক্রান্ত সকল নথি সংরক্ষণ করবেন।
- বিভাগীয় টাস্কফোর্স কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর তত্ত্বাবধানে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি নামে একটি পৃথক ফাইল সংরক্ষিত থাকবে। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) মনোনীত প্রথম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা ফোকাল পার্সন হিসেবে ফাইল সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।
- প্রতি ৩ মাস পর পর নির্ধারিত ফরমেট অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে প্রেরণ।
- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক অর্পিত ও সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালন।
- এই কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

“ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জেলা টাস্কফোর্স কমিটি”

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩.	মেয়র, পৌরসভা / মেডিকেল অফিসার/প্রতিনিধি, সিটি করপোরেশন	সদস্য
৪.	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	সদস্য
৮.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য
১০.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১১.	উপ-পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	সদস্য
১২.	উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৩.	উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
১৪.	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১৫.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১৬.	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১৭.	জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা	সদস্য
১৮.	সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)	সদস্য
১৯.	সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	সদস্য
২০.	সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য
২১.	সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, সিভিল সার্জনের কার্যালয়	সদস্য
২২.	জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর, সিভিল সার্জনের কার্যালয়	সদস্য
২৩.	বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
২৪.	বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি	সদস্য
২৫.	স্থানীয় বার এসোসিয়েশনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
২৬.	প্রেসক্লাব-এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
২৭.	তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৮.	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা চেম্বার অব কমার্স	সদস্য
২৯.	সিভিল সার্জন	সদস্য সচিব

জেলা পর্যায়ে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির কার্যক্রম:

- জেলা পর্যায়ে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০5 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের নিজস্ব ও তাঁদের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান ধূমপানমুক্ত করার ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও তাঁদের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ/বহির্গমন পথ ও অন্যান্য দৃশ্যমান স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- জেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স সদস্যগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন মনিটরিং করা এবং টাস্কফোর্সের সভাপতি,সদস্য সচিব এর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।
- টাস্কফোর্স সভায় মনিটরিং প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অগ্রগতি আলোচনাকরণ। বিশেষ করে, মোবাইল কোর্টে কার্যকরতা বৃদ্ধিকল্পে উপযুক্ত কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করা।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০4০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী ভূমিকা পালন।
- প্রতি ৩ মাসে অন্তত ১টি জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজন নিশ্চিত করা। উক্ত সভায় আবশ্যিকভাবে আইন বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। এছাড়া সভার পূর্বের ৩ মাসের উদ্যোগ ও পরবর্তী ৩ মাসের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পার্সন (একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন, জেলা প্রশাসকের পক্ষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করবেন এবং এ সংক্রান্ত সকল নথি সংরক্ষণ করবেন।
- জেলা টাস্কফোর্স কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য সিভিল সার্জন এর তত্ত্বাবধানে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি নামে একটি পৃথক ফাইল সংরক্ষিত থাকবে। সিভিল সার্জনের মনোনীত প্রথম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা / সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার ফোকাল পার্সন হিসেবে ফাইল সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবেন। এছাড়া জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর এক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।
- প্রতি ৩ মাস পর পর নির্ধারিত ফরমেট অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে প্রেরণ।
- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক অর্পিত ও সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালন।
- এই কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

“উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি”

	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি	সদস্য
	মেয়র – পৌরসভা’র প্রতিনিধি	সদস্য
	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
	অফিসার ইনচার্জ (থানা)	সদস্য
	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)	সদস্য
	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য
	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
	স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য
	উপজেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর	সদস্য
	বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি	সদস্য
	তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনের প্রতিনিধি (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

উপজেলা পর্যায়ে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির কার্যক্রম:

- উপজেলা পর্যায়ে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০5 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের নিজস্ব ও তাঁদের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান ধূমপানমুক্ত করার ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও তাঁদের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ/বহির্গমন পথ ও অন্যান্য দৃশ্যমান স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স সদস্যগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন মনিটরিং করা এবং টাস্কফোর্সের সভাপতি ও সদস্য সচিব এর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।
- টাস্কফোর্স সভায় মনিটরিং প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অগ্রগতি আলোচনাকরণ। বিশেষ করে, মোবাইল কোর্টে কার্যকরতা বৃদ্ধিকল্পে উপযুক্ত কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করা।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী ভূমিকা পালন।
- প্রতি ৩ মাসে অন্তত ১টি জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজন নিশ্চিত করা। উক্ত সভায় আবশ্যিকভাবে আইন বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। এছাড়া সভার পূর্বের ৩ মাসের উদ্যোগ ও পরবর্তী ৩ মাসের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজনে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার কার্যালয়কে সহায়তা প্রদান করবেন।
- উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা'র তত্ত্বাবধানে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি নামে একটি পৃথক ফাইল সংরক্ষিত থাকবে। তার মনোনীত প্রথম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা ফোকাল পার্সন হিসেবে ফাইল সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবেন। উপজেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর এক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।
- প্রতি ৩ মাস পর পর নির্ধারিত ফরমেট অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে প্রেরণ।
- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক অর্পিত ও সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালন।
- এই কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

সকলকে ধন্যবাদ

হোসেন আলী খোন্দকার, সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, কারিগরি পরামর্শক, দি ইউনিয়ন

আমিনুল ইসলাম সুজন ও ডাঃ মো. ফরহাদুর রেজা, প্রোগ্রাম অফিসার, এনটিসিসি

ntcc_bangladesh@yahoo.com, ntcc.gov.bd